কুষ্টিয়া জেলা যাত্রা উন্নয়ন পরিষদের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

কুষ্টিয়া জেলা যাত্রা উন্নয়ন পরিষদের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভিডি কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম।

কুষ্টিয়া জেলা যাত্রা উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি মোঃ আইয়ুব হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মিঠুন ইসলাম টিসুর পরিচালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, জেলা শিল্পকলা একাডেমির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শহিদুর রহমান রবি, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শাহীন সরকার।

বক্তারা বলেন, বাংলা লোকসংস্কৃতির প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বিনোদন মাধ্যমগুলোর মধ্যে ‘যাত্রাপালা’ অন্যতম।

অন্যান্য বিনোদন মাধ্যমের প্রভাবে যাত্রা আজ তার কৌলীন্য হারিয়েছে, ক্রমেই ক্ষয়িষ্ণু হতে হতে এক বিলুপ্তপ্রায় শিল্পে পরিণত হয়েছে। কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় গত বছরে নানা কার্যক্রমে বিলুপ্তপ্রায় যাত্রাকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিলুপ্তপ্রায় যাত্রা শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য জেলা শিল্পকলা একাডেমী কুষ্টিয়া প্রতিবছর যাত্রা উৎসব করে থাকে বলেও জানান তারা। এ সময় কুষ্টিয়া জেলা যাত্রা উন্নয়ন পরিষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে সম্মেলন শেষে মোঃ আইয়ুব হোসেন কে সভাপতি ও মিঠুন ইসলাম টিসুকে সাধারণ সম্পাদক করে ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেলা যাত্রা উন্নয়ন পরিষদের কমিটি গঠন করা হয়।

জীবননগরে ২ কেজি গাঁজাসহ দুই জন আটক

জীবননগরে ২ কেজি গাঁজাসহ দুই জনকে আটক করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার দুপুরে জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)সাইফুল ইসলামের নির্দেশে জীবননগর থানার একটি টিম জীবননগর উপজেলার বাঁকা ইউনিয়নের মোক্তারপুর গ্রামের আলেকের বাড়িতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ২ কেজি গাঁজা, গাঁজা বিক্রির নগদ ১৮হাজার টাকাসহ গাঁজা ব্যবসায়ী মাধবখালী গ্রামের মৃত বাকের আলীর ছেলে মোহাম্মদ রহমান (৪৮) এবং মোক্তারপুর গ্রামের আক্কেল আলীর স্ত্রী খদেজা খাতুনকে (৪৫) আটক করে ।

এ ব্যাপারে জীবননগর থানায় একটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।

জীবননগরে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

জীবননগরে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।গতকাল শনিবার বিকাল সাড়ে ৩টার সময় এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়।

জীবননগর উপজেলা ফুটবল খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতির আয়োজনে শাহ আলম শরিফুল ইসলাম ছোট বাবুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল, জীবননগর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এম আর বাবু, উথলী ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আযাদ, কে.ডি.কে ইউপি চেয়ারম্যান খাইরুল বাশার শিপলু,

জীবননগর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি মুন্সী নাসির উদ্দিন প্রমুখ।

জীবননগরে রাত্রিকালীন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

জীবননগর স্টেডিয়াম পাড়া রাত্রিকালীন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৭টার সময় জীবননগর স্টেডিয়াম পাড়া প্রবীণ সংঘের আয়োজনে স্টেডিয়াম মাঠে এ খেলার উদ্বোধন করা হয়।

রফিকুল ইসলাম পচার সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)সাইফুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৩ নং ওর্য়াড কাউন্সিলার আতিয়ার রহমান, মহিলা কাউন্সিলার বিউটি খাতুন, শাহ আলম শরিফুল ইসলাম ছোট বাবু, নাসির উদ্দিন প্রমুখ।

আজ মেহেরপুর ও ঝিনাইদহ মুক্ত দিবস

মেহেরপুর মুক্ত দিবস আজ। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী থেকে মুক্ত হয় বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর মেহেরপুর। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা হামলায় একে একে ভেঙে যায় পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের শক্তিশালী সামরিক বলয়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের মুখে ৫ ডিসেম্বর রাত থেকে হানাদার বাহিনী গোপনে মেহেরপুর ছেড়ে পালাতে থাকে। ৬ ডিসেম্বর সকালে

মিত্রবাহিনী মেহেরপুর শহরে প্রবেশ করলে অবরুদ্ধ জনতা মিত্রবাহিনীর সাথে জয়ের উল্লাসে যোগ দেয়।

তথ্যমতে, ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণের পর পাকবাহিনী মেহেরপুরকে টার্গেটে পরিণত করে। সে অনুযায়ী ১৮ এপ্রিল দুপুরে হানাদার বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে সড়ক পথে মেহেরপুর প্রবেশ করার সময় সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামে নির্মম গণহত্যা চালায়। ফলে ভীত সন্ত্রস্ত জনসাধারণ ঘর-বাড়ি ছেড়ে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এদিকে পাকবাহিনী এক সপ্তাহের মধ্যে মেহেরপুর সরকারি কলেজ, ভিটিআই এবং কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলসহ তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের দূর্গ গড়ে তোলে।

এছাড়াও মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুরের পাশে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদা হাইস্কুলে পাকবাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে গোটা মেহেরপুর পাকবাহিনী পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। জুন-জুলাই’র দিকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ শেষে গেরিলারা মেহেরপুরে ফিরে সেতু কালভার্ট ধবংস এবং টেলিফোন সংযোগ বিছিন্ন করে মাইন পুতে রেখে পাকবাহিনীর যোগাযোগ এবং খাদ্য সরবরাহে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। প্রতিরোধের মুখে আগস্ট মাসের ২ ও ৩ তারিখে মুজিবনগরের মানিকনগর ক্যাম্প উঠিয়ে মোনাখালিতে এবং গাংনীর কাথুলি ক্যাম্প উঠিয়ে ভাটপাড়াতে স্থাপন করতে বাধ্য হয় পাকবাহিনী।

দীর্ঘ প্রায় ৮ মাস ধরে পাকসেনারা রাজাকার ও পিস কমিটির সহায়তায় সাধারণ মানুষসহ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের উপর নির্মম অত্যাচার নির্যাতন ও অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাট চালাতে থাকে। পাকসেনারা মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি, ওয়াপদা মোড়, পিরোজপুর, কোলা, বুড়িপোতা, গোভীপুর, শলিকা, রাজাপুর ও বাড়িবাঁকা; গাংনী উপজেলার কাজিপুর, তেরাইল, জোড়পুকুরিয়া, ভাটপাড়া কুঠি, সাহেবনগর ও হিন্দা এবং মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী, বাগোয়ান ও রতনপুরসহ বিভিন্ন গ্রামে নৃশংস গণহত্যা চালায়।

যেখানেই গণহত্যা হয়েছে সেখানেই বধ্যভূমি রয়েছে। তার মধ্যে মেহেরপুর কলেজের উত্তরে বিস্তৃত খোলা মাঠ ও কালাচাঁদপুর ঘাট এবং গাংনীর ভাটপাড়া কুঠি অন্যতম বধ্যভূমি। তিন মাস মেহেরপুর জেলার শেষ সীমানা খলিশাকুন্ডি এবং গাংনী উপজেলার গোয়ালগ্রাম, সাহেবনগর ও কাজিপুরসহ অন্তত ৫০টি স্থানে পাকবাহিনীর সঙ্গে

মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ হয়। পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখযুদ্ধে ১৭০ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হলেও কোনঠাসা হয়ে পড়ে পাকবাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী মেহেরপুর শহরের আবু সুফিয়ান হাবু বলেন, যুদ্ধকালীন পাকহানাদার বাহিনী সাধারণ মানুষদের ধরে শহরের ভোকেশনাল ও সরকারি কলেজের পিছন এবং তাহের ক্লিনিকপাড়াসহ বিভিন্ন সেলে নিয়ে গিয়ে অসহ্য নির্যাতন চালাতো। ৫ ডিসেম্বর রাতে পাক হানাদার বাহিনী চলে যাওয়ার সময় মেহেরপুরের ওয়াপদা, সদর উপজেলার দ্বীনদত্ত ব্রিজসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ধ্বংস করে যায়।

জেলা মুক্তিযোদ্ধার সংসদের সাংগঠনিক কমান্ডার আমিরুল ইসলাম বলেন, খলিসাকুন্ডি ব্রীজের কাছে আমরা এন্টি ট্যাংক মাইন পুতে একটি পাকিস্তানি গাড়ি উড়িয়ে দিই এবং সেই গাড়িতে ৭/৮জন পাকিস্তানি সৈন্য ছিল, এতে তারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পলাশী পাড়া পাগলা সেতুর কাছে আমরা পাক বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ করি। এখানে আমি সামান্য আহত হয় এবং অমার বুকে শেলের টুকরা লাগে। অতঃপর ৬ই ডিসেম্বর আমাদের মেহেরপুর জেলা দখল মুক্ত হয়। ঐদিন মেহেপুরের জনসাধারণ এবং আপামর মুক্তিযোদ্ধারা সর্বস্তরের লোক একযোগে রাস্তায় নেমে পড়ে আনন্দে উল্লাসিত হয় এবং মিষ্টি মুখ করে উল্লাসে মন প্রফুল্ল হয়।

মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের ডেপুটি কমান্ডার মতিয়ার রহমান বলেন, আমরা ৫২ জন মুক্তিযোদ্ধা পাকবাহিনীকে বিতাড়িত করতে ৫ ডিসেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়াদীতে আক্রমণ করি। প্রতিরোধের মুখে চুয়াডাঙ্গার দিকে পালিয়ে যায় শত্রু সেনারা। ৬ ডিসেম্বর মেহেরপুর মুক্ত হয়। আমরা হুংকার দিয়ে মেহেরপুরে প্রবেশ করি। আকাশে ফাঁকা গুলি ছুড়ে আনন্দ করি। কিন্তু অসংখ্য বধ্যভূমি আর লাশ দেখে মেহেরপুরে প্রবেশ করার পর আমাদের সেই আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়। তারপরও স্বাধীনতার সেই অপার আনন্দ স্মরণীয়।

মেহেরপুর মুক্ত দিবস উপলক্ষে জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু বলেন, প্রতি বছর সারা দেশের বিভিন্ন এলাকা মুক্ত দিবস হিসেবে পালন হয়ে আসছে। আজ মেহেরপুরেও পালন হচ্ছে। দুর্ভাগ্য আমাদের স্বাধীনতার মৌলিক প্রশ্নে আমরা আজও এক্যবদ্ধ হতে পারিনি। একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক সাম্য, মর্যাদা ও ন্যায্যতার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গিকার ছিল তা আজও অধরাই থেকে গেছে। স্বাধীনতা বিরোধীদের নির্লজ্জ আস্ফালন থেকে দেশকে বাচাঁতে হলে,

মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার নিয়ে রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে।

কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর প্রতিদিন প্রত্রিকার প্রকাশক এম এ এস ইমন বলেন, ইতিহাসের পবিত্র ভূমি মেহেরপুর মুক্ত দিবস আজ। বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুর আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে মুক্ত হয়। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীনতার স্থপতি সর্বকালের শ্রেষ্ট বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমানকে, স্মরণ করছি ৩০ লক্ষ শহীদদের। বর্তমান বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাক, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হোক। আজকের দিনে এটাই হোক আমাদের চাওয়া।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৭ কোটি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এ দেশের স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তিযোদ্ধরা ঝাপিয়ে পড়ে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ আমাদের উপহার দেন। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের দিকে দেশের বিভিন্ন জেলা শত্রু মুক্ত হওয়া শুরু হয়। তারই এক পর্যায়ে ৬ ডিসেম্বর আমাদের মেহেরপুর শত্রু মুক্ত হয়। এই ৬ ডিসেম্বর মেহেরপুরের ইতিহাসে একটি স্বর্ণজ্জল দিন।

এদিকে, মেহেরপুর মুক্ত দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসন। সকাল সাড়ে ৬টায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভবন থেকে বিজয় র্যালী বের করে মেহেরপুর কলেজ মোড় সংলগ্ম শহীদ স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করা হবে। পরে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি জানান, আজ রবিবার ৬ ডিসেম্বর ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এ দিনে পাক হানাদার বাহিনী ঝিনাইদহ ছেড়ে গেলে মিত্র বাহিনী, মুক্তি বাহিনী ও মুজিব বাহিনী যৌথভাবে ঝিনাইদহ মুক্ত ঘোষণা করে।

পাক হানাদারবাহিনী ঝিনাইদহ ছেড়ে কুষ্টিয়া অভিমুখে রওনা হলেও তাদের একটি গ্রুপ শৈলকুপা বাজারে অবস্থান করে। খবর পেয়ে মুক্তি বাহিনী ও মুজিব বাহিনীর সাথে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার বাহিনীর সাথে ২৬ ঘন্টা যুদ্ধ চলাকালে ৬০ রাজাকার ও ১৩ পাক আর্মি মারা যায়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন ঝিনাইদহ মহাকুমার

এসডিপিও মাহবুবুর রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার নেতৃত্বে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়।

ঝিনাইদহের মহেশপুর কোটচাঁদপুর, কালীগঞ্জ ও হরিনাকুন্ডু থানার বিভিন্নএলাকা থেকে পাকবাহিনী ও তার দোসরা ৫ ডিসেম্বর রাত থেকে পিছু হটতে শুরু করে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকহানাদার বাহিনী গভীর রাতে মহেশপুর ও খালিশপুরের মহাসড়ক ব্রীজ বারোমেসে ব্রীজ, বিষয়খালি ব্রীজ উড়িয়ে দিয়ে ঝিনাইদহ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

৬ ডিসেম্বর তৎকালিন মুজিববাহিনীর জোনাল লিডার মরহুম এ্যাডভোকেট আয়ুব হোসেন, আঞ্চলিক কমান্ডার জেডএম ফিরোজ, আব্দুর রহমান সুমন, থানা কমান্ডার আব্দুল হাই, ফয়জুর রহমান চৌধুরী, মকবুল হোসেনসহ জেলার মুক্তি বাহিনী ও মুজিব বাহিনী সদস্যরা জেলা ও থানায় গুলিবর্ষণ করে আনন্দ উল্লাস করতে করতে থানা ও মহাকুমা সদরে প্রবেশ করে। সেই হিসেবে ৬ ডিসেম্বর ঝিনাইদহের মুক্তিযোদ্ধাদের একটি স্মরনীয় দিন হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান লাভ করেছে।

এ ব্যাপারে সাবেক ঝিনাইদহ জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মকবুল হোসেন জানান, দিন ব্যাপী নানান অনুষ্ঠানের সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙ্গার পর এবার গুলিও চালাল দুর্বৃত্তরা!

কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মাণাধীন ভাস্কর্যে দুর্বৃত্তরা ভাঙচুর করেছে। এতে হাতসহ ভাস্কর্যের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরপর সন্ধ্যায় একদল বিক্ষুব্ধ মানুষ বিএনপি জেলা কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে।

এদিকে রাত সাড়ে ৭টার দিকে ভাঙচুর করা বঙ্গবন্ধুর ওই ভাস্কর্যে

গুলি বর্ষণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা যায়, শুক্রবার মধ্য রাতে দুর্বৃত্তরা নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যটি ভাঙচুর করে বলে শনিবার দুপুরে নির্মাণকারী শ্রমিকরা জানায়। এ ঘটনা জানার পর পুলিশ জেলার সবগুলো ভাস্কর্যে নজরদারি শুরু করেছে। এরপর সন্ধ্যায় বিক্ষুব্ধ একদল মানুষ শহরের এনএস রোডে জেলা বিএনপির অফিসে হামলা করে সেখানে ভাঙচুর করে। এরপর রাত সাড়ে ৭টার দিকে ওই ভাস্কর্য লক্ষ্য করে দুই রাউন্ড গুলি বর্ষণ করে দুর্বৃত্তরা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, একটি নোহা মাইক্রোবাস থেকে সেখানে গুলি ছুড়ে সেটি ঝিনাইদহের দিকে চলে যায়। সর্বশেষ রাত ৯টার দিকে একদল বিক্ষুব্ধ লোকজন শহরের মজমপুর গেটে কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সোহরাব উদ্দিনের ভাইয়ের মালিকানাধীন এসবি পরিবহনের অফিস ও কাউন্টার ভাঙচুর করে। এ সময় ছবি তুলতে গেলে দুজন সংবাদকর্মীও হামলার স্বীকার হন।

পৌরসভা সূত্র জানায়, গত নভেম্বর মাসের শুরুতে কুষ্টিয়া পৌরসভা কতৃপক্ষ ৩০ লাখ টাকা ব্যয়ে শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ের শাপলার ভাস্কর্য ভেঙে সেখানে তিনটি প্রধান সড়ককে সামনে রেখে নিচের দিকে জাতীয় চার নেতার মুর্যালে উপরে বঙ্গবন্ধুর তিনটি ভাস্কর্যের নির্মাণ কাজ শুরু করে। ইতোমধ্যে শহরের মজমপুরের অংশে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ দেওয়ার একটি ভাস্কর্য তৈরির কাজ প্রায় শেষের দিকে। গতকাল শুক্রবার রাতে কে বা কারা সেটির বিভিন্ন অংশ ভেঙে ফেলে।

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাত বলেন, ঘটনাস্থলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। সেখানে রাত দুইটার দিকে দুজনকে ভাস্কর্য ভাঙচুর করতে দেখা যাচ্ছে। তাদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। অচিরেই তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলী বলেন, আওয়ামী লীগের বিরোধী বঙ্গবন্ধুকে যারা মানতে পারে না তারাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলাও করা হচ্ছে।

এদিকে খুলনা বিভাগীয় পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি এ কে এম নাহিদুল ইসলাম বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে আঘাত দিয়ে দুর্বৃত্তরা আমাদের প্রাণে আঘাত করেছে। এদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।

গতকাল রাতে কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ে বঙ্গবন্ধুর নির্মাণাধীন ভাস্কর্যের আঘাত ও একই স্থানে গুলি বর্ষণের ঘটনাস্থল পরিদর্শন কালে তিনি সাংবাদিকদের একথা বলেন।

ফাঁকা গুলি ছোড়ার বিষয়ের প্রশ্নে অতিরিক্ত ডিআইজি এ.কে.এম নাহিদুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য যারা ভেঙেছে তারাই এই গুলির ঘটনা ঘটিয়েছে। আইনি প্রক্রিয়ায় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।

এ সময় কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাতসহ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

রোহিঙ্গাদের জন্য দেশের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে: ওবায়দুল কাদের

রোহিঙ্গা ইস্যুতে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, মানবিক কারণে প্রায় ১১ লাখের অধিক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেয়া হয়েছে, যেখানে প্রায় ৫ লাখ দেশের নাগরিকের বসবাস।

রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে স্থানান্তরের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কেউ কেউ সমালোচনা করে যাচ্ছেন জানিয়ে তিনি বলেন, এসব রোহিঙ্গার জন্য দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, পর্যটন ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। তাই সরকার তাদেরকে ভাসানচরে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করছে। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রশংসা ও লিপ সার্ভিস ছাড়া কোনো ধরনের সহযোগিতা কী পেয়েছি?

শুক্রবার সকালে আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমণ্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপকমিটি আয়োজিত সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের মাঝে মাস্ক বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

রাজধানীর সংসদ ভবন এলাকায় সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হন ওবায়দুল কাদের।

সেতুমন্ত্রী বলেন, ২০২১ সালের প্রথম মাসেই করোনার ভ্যাকসিন পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। তবে এ নিয়ে আত্মতুষ্টির কোনো সুযোগ নেই, ভ্যাকসিন আসার আগ পর্যন্ত সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং বাধ্যতামূলক মাস্ক পরতে হবে।

এ সময় ধানমণ্ডিতে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা এবং উপদফতর সম্পাদক সায়েম খানসহ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ব্রাজিলে সেতু থেকে বাস পড়ল রেললাইনে, নিহত ১৭

ব্রাজিলে একটি যাত্রীবাহী বাস সেতু থেকে নিচে রেললাইনে পড়ে ১৭ জন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ২৪ জন।

শুক্রবার দেশটির মিনাস গেরেইস অঙ্গরাজ্যের একটি পৌরসভায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রুশ সংবাদমাধ্যম আরটি জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই ১২ জন যাত্রী নিহত হন। হাসপাতালে মারা যান আরও ৫ জন।

স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, সেতু থেকে বাসটি পড়ে যাওয়ার সময় চালক লাফ দিয়ে পালিয়ে যায়। তাদের প্রাথমিক ধারণা, বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজ থেকে পড়ে গেছে। এ ঘটনার তদন্ত চলছে।

অসমর্থিত একটি সূত্রের বরাতে স্থানীয় পত্রিকা ফোলহা জানিয়েছে, ব্রিজ থেকে পড়ার আগে একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল বাসটির।

ফেডারেল হাইওয়ে পুলিশের এক মুখপাত্র জানান, সেতু নেমে দৌড়ে

পালিয়ে যায় চালক। তাকে খোঁজা হচ্ছে।
‍
টুইটারে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, ব্রিজ থেকে অন্তত ৫০ ফুট নিচে এক রেললাইনে পড়ে আছে বাসটির ধ্বংসস্তূপ। কাছেই একটি জলাধার। বাসটি থেকে ধোঁয়া উড়ছিল।

কুমারখালীতে ট্রাকচাপায় শ্রমিক নেতা নিহত

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সড়ক দুর্ঘটনায় জামাল হোসেন (৫০) নামে এক শ্রমিক নেতা নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের কুমারখালী তরুণ মোড়ে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত জামাল হোসেন উপজেলার এলঙ্গীপাড়া গ্রামের মৃত হানিফ বাঙালের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সন্ধ্যায় শ্রমিক ইউনিয়নের কুমারখালী শাখার সাধারণ সম্পাদক জামাল হোসেন শ্রমিক অফিস থেকে বের হয়ে রোড পার হতে গেলে এসময় ঢাকাগামী একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ মজিবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, নিহতের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ড্রাইভারকে আটক এবং ট্রাক জব্দ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে শুদ্ধাচার অনুশীলন বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে শুদ্ধাচার অনুশীলন বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বিকেলে জেলা সমাজসেবা কার্যালয় মিলনায়তনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আব্দুল লতিফ সেখ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগীয় পরিচালক আব্দুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পরিচালক সমীর মল্লিক, সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল সামী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঝিনাইদহ শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা মমিনুর রহমান।

অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ পৌরসভার সকল ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিকসহ নানা শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে সমাজ সেবা কার্যালয়ের সেবাসমুহ আরও সহজীকরণ করতে অংশগ্রহণকারীদের সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।